بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বায়তুল ফুতুহ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৯ জুন, ২০১৫ মোতাবেক ১৯ এহসান, ১৩৯৪ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

আজ আশিসমণ্ডিত জুমুআর দিন এবং রমযানের বরকতময় মাসের প্রথম রোযা। অতএব, আজকের এই দিনটি অশেষ কল্যাণরাজি নিয়ে উদিত হয়েছে। জুমুআর দিন বরকতময় হওয়া সম্পর্কে মহানবী (সা.) একটি স্থায়ী সংবাদ দিয়েছেন যে, এই দিনে এমন একটি মুহূর্ত আসে যাতে মু'মিন যে দোয়াই করে তা গৃহীত হয়। **(সহীহ্ আল্ বুখারী, কিতাবুল জুমুআ, বাব আস্ সাআতুল্লাতি ফি ইয়াওমিল জুমুআ, হাদীস নম্বরঃ ৯৩৫)**

রমযানের কল্যাণ

আর রমযান সম্পর্কে তিনি (সা.) বলেছেন, যখন রমযান মাস আসে, জান্নাতের দ্বার খুলে দেয়া হয়, আর দোযখের দ্বার বন্ধ করে দেয়া হয়। **(সুনান আত্ তিরমিযী, কিতাবুস্ সওম, বাব মা জাআ ফি ফাযলে শাহরে রামাযান, হাদীস নম্বরঃ ৬৮২)**

অতএব, এই মাসে বিশেষভাবে খোদার করুণারাজি উদ্বেলিত হয়ে উঠে, আর মু'মিনদের উপর খোদার রহমত এবং কৃপাবারি বর্ষিত হয়। কিন্তু একই সাথে মহানবী (সা.) এই কৃপারাজি আকর্ষণের জন্য কতিপয় শর্তেরও উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ, এ দিনগুলোতে যেন অহেতুক কথা-বার্তা না বলা হয়, কোন হৈচৈ বা হট্টগোল যেন না হয়, কোন গালিগালাজ বা ঝগড়া-বিবাদও যেন না হয়। প্রত্যেক মন্দ কাজের উত্তরে একজন রোযাদারের একথাই বলা উচিত যে, **'আমি রোযা রেখেছি।'** **(সহীহ্ আল্ বুখারী, কিতাবুস্ সওম, বাব ফাযলুস্ সওম, হাদীস নম্বরঃ ১৮৯৪)**

আর আমি আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য এসব অনিষ্ট এড়িয়ে চলছি। এমন অবস্থা হলেই প্রকৃত অর্থে রোযা গণ্য হবে অর্থাৎ মানুষ যেন আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য বিশেষ চেষ্টা করে ও খোদার নির্দেশাবলী অনুসারে এ মাসে জীবন অতিবাহিত করে।

রমযান মাসের গুরুত্ব কী? রোযা কাদের জন্য আবশ্যক? রোযা কীভাবে রাখা উচিত? রমযানের কী কী বিধি-নিষেধ রয়েছে?-এ বিষয়গুলোকে আল্লাহ্ তা'লা দোয়া গৃহীত হওয়ার সাথে এভাবে সম্পৃক্ত করেছেন, তিনি বলেন: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (সূরা আল্ বাকারা: ১৮৭) অর্থাৎ, আমার বান্দা যখন তোমাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, তাদের বল, আমি তাদের নিকটে আছি। এক প্রার্থনাকারী যখন আমাকে ডাকে আমি তার ডাকে সাড়া

দেই বা দোয়া কবুল করি, তাই দোয়াকারীরও উচিত হবে আমার নির্দেশ মেনে চলা এবং আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, যেন তারা হিদায়াত বা সুপথ প্রাপ্ত হয়।

তিনি আরো বলেন, রমযান মাস এতই কল্যাণময় যে, এ দিনগুলোর ইবাদতের পর আমার বান্দা যখন আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, তখন বল, আমি অতি সন্নিকটে। أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ অর্থাৎ আহ্বানকারী বা প্রার্থনাকারী যখন আমাকে ডাকে আমি তার দোয়া গ্রহণ করি। কাজেই, রমযান মাসে যে জুমুআগুলো আসে তা দ্বিগুণ গুরুত্ববহ। রমযানের এই সময় দিবাকালও দোয়া গৃহীত হওয়ার সময় আর রাতও দোয়া কবুল হওয়ার সময়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, তোমরা জান না, কোন্ মুহূর্তটি দোয়া গৃহীত হওয়ার মুহূর্ত, তাই দিনের বেলাও দোয়ায় অতিবাহিত কর আর রাতও। অতএব, এ দিনগুলো থেকে যত বেশি সম্ভব লাভবান হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। একটি হল, সামগ্রিকভাবে আল্লাহ্ তা'লা এ মাসে শয়তানকে শিকলাবদ্ধ করে জান্নাতের দ্বার খুলে দিয়েছেন এবং বান্দার নিকটে এসে গেছেন। আর দ্বিতীয়তঃ রমযানের জুমুআ থেকেও সমধিক ফায়দা বা কল্যাণ অর্জন করা উচিত। কিন্তু এই দিনগুলোতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দোয়া, যা পরম বিনয়ের সাথে, বিশুদ্ধ চিত্তে ও মিনতির সাথে খোদার কাছে মানুষের করা উচিত, তা হল, হে আল্লাহ্! শুধু রমযানেই নয় বরং বছরের অন্য সময়েও আমাকে সেসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত রাখ, যাদের দোয়া রাতেও গৃহীত হয় আর দিনেও গৃহীত হয়। রমযান যেন এক পবিত্র পরিবর্তন আনয়নকারী ও তাকওয়ার উপর পরিচালনাকারী হয়, আর আমি যেন চিরস্থায়ী হিদায়াত প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হই।

আমি যে আয়াত পাঠ করেছি এর পূর্বের আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা রোযা বিধিবদ্ধ করার উল্লেখ করেছেন যে, পূর্বের বিভিন্ন জাতির মত তোমাদের উপরও রোযা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। এর অর্থ এটি নয় যে, যেহেতু পূর্ববর্তী বিভিন্ন জাতি রোযা রাখত, তাই তোমরাও রোযা রাখ। বরং এই আয়াতের অর্থ হল তা, যা আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ অর্থাৎ যেন তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পার আর আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক এবং নৈতিক দুর্বলতা থেকে মুক্ত থাক।

অতঃপর এ স্থানে, এই আয়াতের শেষ প্রান্তে যা আমি পড়েছি, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ **অর্থাৎ** যেন তারা রুশদ্ বা হিদায়াত পেতে পারে। রুশদ্ শব্দের অর্থ হল, সঠিক এবং সোজা পথ, সঠিক কর্ম এবং সঠিক দিক-নির্দেশনা প্রাপ্ত পথ, উন্নত চরিত্র, পরিপক্ক বোধ-বুদ্ধি ও মেধা এবং সঠিক ক্ষেত্রে এর ব্যবহার, আর এই অবস্থার উপর স্থায়ী হওয়া এবং দৃঢ়তা লাভ করা। অতএব, মানুষ যদি আল্লাহ্ তা'লার সামনে বিশুদ্ধচিত্তে সমর্পিত হয়, এর ফলে যেখানে সে দোয়া গৃহীত হওয়ার দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে, সেখানে তাকওয়া এবং পুণ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে নিজের বিশ্বাস এবং ঈমানেও উত্তরোত্তর দৃঢ়তা লাভ করে। আর এভাবে সে খোদার কৃপারাজিতে সমৃদ্ধ হয়।

অতএব, রমযান অশেষ কল্যাণের মাস। কিন্তু এই কল্যাণরাজি সে লাভ করে, যে খোদা তা'লার নির্দেশাবলী পালন করে এবং ঈমানে সমৃদ্ধ হয়। যদি নিয়্যত কেবল এটিই হয় যে, রমযান মাসে রীতিমত জুমুআ পড়ব, এরপর ইবাদতের দিকে মনোযোগ থাকুক বা না থাকুক, তাতে কিছু যায় আসে না, তাহলে এটি খোদার নির্দেশ অমান্য করা আর ঈমানে দুর্বলতা প্রদর্শনের নামান্তর। অবস্থা যদি এমন দুর্বল হয়, তাহলে খোদার কাছে এই অনুযোগও করা উচিত নয় যে, আমাদের দোয়া সমূহ গৃহীত হয় নি। অতএব একজন প্রকৃত বান্দা, যে কি'না খোদার আশ্রয় লাভের জন্য ব্যাকুল, তার উচিত পরম বিনয়ের সাথে এবং নিজের দুর্বলতা ও ভুল-ভ্রান্তি স্বীকার করে এ দিনগুলো দোয়ার মাঝে অতিবাহিত করা। রমযান মাসে জুমুআয় উপস্থিতি, আর নামায সমূহের উপস্থিতি যেন ক্ষণস্থায়ী না হয়। অনেকেই মনে করে, আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, আমি এ দিনগুলোতে নিকটে এসে যাই, তাই এ দিনগুলোতে ইবাদত করাই যথেষ্ট। এটি আত্মপ্রতারণার শামিল। তাই এথেকে আমাদের মুক্ত থাকতে হবে। পরম বিনয়ের সাথে আল্লাহ্ তা'লার দাসত্বের চেতনা নিয়ে খোদার নৈকট্য লাভের চেষ্টা করা উচিত। খোদা কখনও দূরে নন। তিনি সর্বত্র ও সকল সময়ে বিরাজমান। কিন্তু বান্দার ব্যক্তিগত অবস্থার মাধ্যমে এই নৈকট্যের বহিঃপ্রকাশ তখন ঘটে, যখন সে বিশুদ্ধচিত্তে এক আল্লাহ্ ছাড়া অন্য সবাইকে বর্জন করে, সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্ তা'লার সামনে বিনত হয়। এমনটি যদি হয়, তবে আমাদের দোয়াও গৃহীত হবে আর আমরা সেসব কিছু লাভ করব, যা আমরা খোদা তা'লার কাছে যাচনা করি, বা যা খোদার দৃষ্টিতে আমাদের জন্য সর্বোত্তম।

অতএব, আমাদেরকে একথা ভালোভাবে অনুধাবন করতে হবে যে, পুণ্য এবং তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত থেকেই আমরা আমাদের লক্ষ্য অর্জন করতে পারব। আর এতে করে ব্যক্তিগতভাবেও এবং সমষ্টিগতভাবেও আমরা ইনশাআল্লাহ্ সেই ফল লাভ করব, যা খোদা তা'লা আমাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন। আর যেমনটি আমি বলেছি, আমরা যদি বিনয় অবলম্বন করি, নিজেদের ভুল-ভ্রান্তি স্বীকার করি, আর খোদাকে পাওয়ার চেষ্টা করি, তাহলে খোদার কৃপায় এর ফল আসবে। মানুষের মাঝে যদি ভুল-ভ্রান্তিও থাকে, সে যদি পাপী এবং অপরাধীও হয়, তবুও যতদিন তার হৃদয়ে খোদা-ভীতি থাকবে, সে যদি নিজের ভুল-ভ্রান্তি স্বীকার করে, তার অন্তরে তাকওয়া বিরাজ করে, তাহলে খোদা তা'লা তার পাপ সমূহকে ঢেকে রাখেন, আর অবশেষে একদিন তাকে তওবার তৌফিক দান করেন।

কাজেই এ দিনগুলোতে সবচেয়ে বেশি নিজের জন্য, আত্মীয়-স্বজনের জন্য এবং জামা'তের সদস্যদের জন্য আমাদের এই দোয়া করা উচিত যে, আমাদের সবাই যেন আল্লাহ্ তা'লার তাকওয়ায় ধন্য হয়। আমরা যখন পরস্পরের জন্য বেদনার সাথে দোয়া করব তখন ফিরিশতারাও আমাদের সাথে সেই দোয়ায় যোগ দিবে। আর রমযানের কল্যাণের প্রকৃত এবং স্থায়ী দৃশ্যও আমরা দেখতে পাব।

তাকওয়া কাকে বলে? তাকওয়া হচ্ছে খোদা তা'লার ভয় এবং খোদা-ভীতি। যতদিন আমাদের মাঝে খোদা-ভীতি এবং খোদার ভয় থাকবে, ততদিন আল্লাহ্ তা'লাও আমাদের দুর্বলতা এবং পাপ-পঙ্কিলতাকে ঢেকে রাখবেন, আর আমরা তাঁর নিরাপত্তা-বেষ্টনীর মাঝে নিরাপদ থাকব। কিন্তু এমনটি যেন না হয় যে, আমরা পাপে আরো ধৃষ্ট হয়ে যাব (আল্লাহ্ করুন আমাদের মধ্যে যেন কেউ না হয়), আমাদের হৃদয় থেকে খোদাভীতিই লোপ পাবে অথবা কারো হৃদয় থেকে হ্রাস পাবে। কিন্তু আমাদের কোন দুর্বলতার কারণে যদি পাপ হয়ে যায়, আর এরপর হৃদয়ে খোদা-ভীতি সৃষ্টি হয় বা খোদা-ভীতি জন্মে, তাহলে খোদা তা'লা বড়ই ক্ষমাশীল। খোদা-ভীতির অর্থই হল, খোদা তা'লাকে ভালোবাসা। অতএব, যতদিন আমরা এই ভালোবাসা প্রকাশ করতে থাকব, বা হৃদয়ে যদি খোদার সেই ভালোবাসা সুপ্তও থাকে তবুও আমরা ধ্বংসের হাত থেকে নিরাপদ থাকব। তবে শর্ত হল, সত্যিকার ভালোবাসা থাকা চাই, প্রতারণা বা প্রহসন যেন না হয়। হৃদয়ের স্বরূপ আল্লাহ্ তা'লা ভালো জানেন, তাঁকে প্রতারিত করা যায় না। অন্তরে যদি ভালোবাসা থাকে, কোন না কোন সময় তা প্রকাশ পেয়েই যায়। আল্লাহ্ তা'লার ভয় কোন কোন বিষয় থেকে মানুষকে বিরত রাখে। এই ভালোবাসার কারণে কষ্ট করে হলেও যদি আমরা তাঁর নির্দেশাবলী মেনে চলি, তাহলে আল্লাহ্ তা'লা, যিনি বান্দাদের ভালোবাসার প্রতি আত্মাভিমান রাখেন, তিনি নিজ বান্দাদের ধ্বংস হতে দেন না, বরং তওবা করার তৌফিক দান করেন। কিন্তু যেমনটি আমি পূর্বেই বলেছি, মানুষ যদি পাপে ধৃষ্ট হয়ে যায় আর তাকওয়ার বীজ যদি হৃদয় থেকে সম্পূর্ণরূপে উপড়ে ফেলে, তাহলে সে শাস্তি পায়। খোদার অনুগ্রহের কল্যাণে আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে গ্রহণ করেছি। তিনি বারংবার জামা'তের সদস্যদের তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার উপদেশ দিয়েছেন। এছাড়া আল্লাহ্ তা'লা এমন এক আধ্যাত্মিক ব্যবস্থাপনা আমাদেরকে দান করেছেন, যা তাকওয়ার বীজকে সুরক্ষিত রাখার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এরপর প্রত্যেক বছর এই বীজের অঙ্কুরিত হওয়া এবং উন্নতির ব্যবস্থা করার জন্য আল্লাহ্ তা'লা এই রমযান মাসকে আমাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন। এছাড়া এই বীজের পরিচর্যার রীতি সম্পর্কে অবহিত করে সেটিকে ফলপ্রদ করার শুভ সংবাদও দিয়েছেন।

অতএব, এই মাসের কল্যাণে ভূষিত হওয়ার জন্য আমাদের সবাইকে খোদার বান্দা হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। আমাদের অযোগ্যতার কারণে আল্লাহ্ তা'লা সাময়িকভাবে আমাদের দোয়া গ্রহণ করতে বিলম্ব করলেও সেই মমতাময়ী মায়ের মত, যিনি সন্তানের সংশোধনের খাতিরে ক্ষণিকের জন্য তার প্রতি অভিমান করেন ঠিকই, কিন্তু চরম রুষ্ট হন না। আর সন্তান যখন মায়ের ভালোবাসার টানে তার দিকে ছুটে আসে, তখন মা তাকে বুকে টেনে নেন। বরং অনেক সময় এর পূর্বেই একান্ত সন্তর্পণে সন্তানের প্রতি তাকান যে, সে কি করছে, আমার কাছে আসছে কি-না। যাহোক, সন্তান যখন মায়ের কাছে আসে তখন মায়ের রাগ দূর হয়ে যায়। অতএব, খোদা তা'লা যিনি মায়ের চেয়েও বেশি ক্ষমাশীল, তিনি এটি দেখেন, কখন আমার বান্দা তওবা করে আমার দিকে ফিরে আসবে, আর আমি

তাকে ক্ষমা করব। মহানবী (সা.) বলেছেন, খোদার কসম! আল্লাহ্ তা'লা বান্দার তওবায় এতটা আনন্দিত হন যে, ততটা আনন্দিত সেই ব্যক্তিও হয় না, যে মরুভূমিতে তার হারানো উট ফিরে পায়। **(সহীহ্ আল্ বুখারী, কিতাবুদ্ দাওয়াত, বাব আত্ তওবা, হাদীস নম্বরঃ ৬৩০৯)**

অতএব, রমযান মাসের উদ্দেশ্য হল, খোদার ভালোবাসা হৃদয়ে লালন করে বান্দা যদি সারা বছরের ভুল-ভ্রান্তি এবং দুর্বলতা সত্ত্বেও তওবা গৃহীত হওয়ার মানসে খোদার কাছে আসে, তাহলে খোদা তা'লা ছুটে এসে তাকে নিজের কোলে টেনে নেন। মহানবী (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি বিঘত পরিমাণ আমার নিকটতর হয় আমি তার দিকে এক গজ অগ্রসর হই। সে যদি এক হাত আমার নিকটতর হয়, আমি তার দিকে দু'হাত অগ্রসর হই। সে যখন আমার দিকে হেঁটে আসে আমি তার দিকে ছুটে যাই। **(সহীহ্ আল্ বুখারী, কিতাবুত্ তওহীদ, হাদীস নম্বরঃ ৭৪০৫)**

কাজেই এমন খোদা, যিনি মায়ের চেয়েও বেশি স্নেহশীল, যিনি তওবা গ্রহণ এবং বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হওয়ার বিভিন্ন বিধান করে রেখেছেন, বান্দা যদি সেগুলোকে কাজে না লাগায়, তাহলে এটি বান্দারই দুর্ভাগ্য এবং তারই পাষণ্ডতা। এসব দৃষ্টান্তের মাধ্যমে যদিও বান্দার প্রতি খোদার ভালোবাসার চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে খোদার ভালোবাসা এসব দৃষ্টান্তের বহু উর্ধ্বে। যে স্নেহ এবং ভালোবাসার দৃষ্টিতে আল্লাহ্ তা'লা বান্দার প্রতি তাকান, তার চিত্র অঙ্কন করার ক্ষমতাই আমরা রাখি না। এসব হাদীস থেকে স্পষ্ট দৃষ্টান্ত দেয়া সত্ত্বেও, এসব দৃষ্টান্ত যদিও ভালোবাসার এক সুমহান চিত্র প্রতিষ্ঠা করে, কিন্তু বান্দার প্রতি খোদার ভালোবাসা তোমাদের এই জাগতিক বিভিন্ন দৃষ্টান্তের বহু উর্ধ্বে, আর সত্যিকার অর্থে একে আয়ত্ত করা খুবই কঠিন। মানুষ অত্যন্ত দুর্বল এবং সীমিত জ্ঞানের অধিকারী। আর খোদা তা'লা অনেক মহীয়ান ও গরীয়ান। আমরা তো আমাদের মত মানুষের হৃদয়ের প্রকৃত চিত্র জানতেও সক্ষম নই। কারো বাহ্যিক কর্ম বা আমল দেখে আমরা কোন মতামত দিতে পারলেও, কারো হৃদয়ে কারো প্রতি ভালোবাসার প্রকৃত চিত্র কী, বা তার হৃদয়ে কী আছে, এটি বর্ণনা করা বা এটি অবহিত হওয়া খুবই কঠিন।

খোদার ভালোবাসার অবস্থা অনুধাবন করার যোগ্যতা মানুষের মাঝে কতটা আছে সে বিষয়টি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা, যার কাজ বা কর্ম সম্পর্কে বুঝাও আমাদের জন্য সম্ভব নয়, তাঁর ভালোবাসার স্বরূপ অনুধাবন করা আমাদের জন্য কী করে সম্ভব হতে পারে? যার বাহ্যিক বিষয়গুলোই আমরা বুঝি না, তাঁর ভালোবাসার স্বরূপ আমরা কীভাবে উদঘাটন করতে পারি? তাই যেমনটি আমি বলেছি, একে আয়ত্ত করা সত্যিই খুব কঠিন বিষয়। কিন্তু তাসত্ত্বেও উদাহরণের মাধ্যমে এর বাস্তবতা বা এর প্রকৃত চিত্র স্পষ্ট করার চেষ্টা করা হয়ে থাকে। খোদাপ্রেমের বিষয়টি মহানবী (সা.)ও বিভিন্ন দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বুঝানোর চেষ্টা করেছেন। পূর্বে দু'টো দৃষ্টান্ত আমি তুলে ধরেছি।

এই ভালোবাসার আরো একটি দৃষ্টান্ত আমি উপস্থাপন করছি, যা মহানবী (সা.) নিজেই বর্ণনা করেছেন। বদরের যুদ্ধে শত্রুরা যখন পরাজিত হয়, আর যুদ্ধ শেষ হওয়ার দ্বারপ্রান্তে ছিল, কাফিরদের বড় বড় বীর যোদ্ধা নিজেদের বাহনে বসে সেগুলোকে চাবুকাঘাত করে যত দ্রুত সম্ভব রণক্ষেত্র থেকে পলায়ন করার এবং মুসলমানদের থেকে দূরে সরে পড়ার চেষ্টা করছিল, তখন রণক্ষেত্রে একজন মহিলা কোন ভয়-ভীতি ছাড়াই ছুটে বেড়াচ্ছিল। তার ভেতর এক প্রকার আবেগ ও উন্মাদনা কাজ করছিল। কখনো কোন শিশুকে কোলে তুলে নিচ্ছিল, আবার কখনো বা অন্য কোন শিশুকে। সেই মহিলাকে দেখে মহানবী (সা.) তাঁর সাহাবীদের বলেন, এই মহিলার সন্তান হারিয়ে গিয়েছে, আর সে তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। মায়ের ভালোবাসা এতটাই প্রবল যে, তার আদৌ এই চিন্তা নেই যে, সে রণক্ষেত্রে রয়েছে, আর এখানে সর্বত্র ধ্বংসযজ্ঞ বিরাজ করছে। সেই মহিলা উন্মাদের মত ছুটছিল। যে শিশুকেই সে দেখত বুকে টেনে নিত, কিন্তু গভীর দৃষ্টিতে দেখার পর যখন বুঝতে পারত যে, এটি তার সন্তান নয়, তখন তাকে রেখে সে সামনে এগিয়ে যেত। অবশেষে সে তার সন্তানকে খুঁজে পায়, তাকে বুকে টেনে নেয়, জড়িয়ে ধরে, আদর করে এবং সারা পৃথিবীর প্রতি ভ্রুক্ষেপহীন হয়ে তাকে নিয়ে সেখানেই বসে পড়ে। তার এই চিন্তাও ছিল না যে, এটি রণক্ষেত্র। আর এই ভাবনাও ছিল না যে, এখানে সর্বত্র লাশের ছড়াছড়ি। তার মাথায় এই ধারণাও আসে নি যে, এখনো যুদ্ধ পুরোপুরি শেষ হয় নি তাই তারও ক্ষতি হতে পারে। মহানবী (সা.) বলেন, তোমরা কি দেখেছ, এই মহিলা যখন নিজের হারানো সন্তান ফিরে পায়, তখন কত নিশ্চিন্ত মনে সে বসে পড়ে। কিন্তু যখন সে নিজ সন্তানের সন্ধানে ছিল, তখন কীরূপ ব্যাকুলতা প্রকাশ পাচ্ছিল আর সে উদ্বিগ্ন হয়ে ছুটছিল। এরপর তিনি (সা.) বলেন, বান্দার প্রতি আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসার দৃষ্টান্তও এমনই। বরং তিনি বান্দাদেরকে এর চেয়েও বেশি ভালোবাসেন। বান্দা যখন স্বীয় পাপ-পঙ্কিলতা আর ভুল-ভ্রান্তির কারণে আল্লাহ্ তা'লাকে হারিয়ে ফেলে, তখন খোদা তা'লা ততটাই দুঃখ পান, যতটা এই মহিলা তার সন্তান হারিয়ে যাওয়ার ফলে পেয়েছে। এরপর বান্দা যখন অনুশোচনার সাথে ফিরে আসে, তখন এই মহিলা তার সন্তানকে খুঁজে পেয়ে যতটা আনন্দিত হয়েছে, তিনি তার চেয়েও অধিক আনন্দিত হন। আমাদের খোদা সর্বদা ক্ষমা করার জন্য প্রস্তুত, কিন্তু শর্ত হল, আমরাও যেন প্রস্তুতি নিয়ে তাঁর ক্ষমার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ি। তিনি দেখছেন, আমরা কখন তাঁর পানে অগ্রসর হই। বিলম্ব কেবল আমাদের পক্ষ থেকেই হয়। ত্রুটি-বিচ্যুতির শিকার আমরাই। যে ব্যক্তি খোদার সামনে বিনত হয়, তাঁর কাছে অনুশোচনা এবং তওবার মাধ্যমে ফিরে আসে, তাঁর কাছে পাপের ক্ষমা চায়, খোদা তা'লা তাকে মাগফিরাত বা ক্ষমার চাদরে আবৃত করে নেন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এ প্রসঙ্গে এক জায়গায় এই গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন, খোদা তা'লার ক্ষমা মানুষের পাপকে কেবল আবৃতই করে না বরং তার পাপকে ভুলে যায়। আর কেবল নিজেই ভুলে না বরং অন্যদেরও ভুলিয়ে দেয়। সে কারণেই আল্লাহ্ তা'লার নাম 'সাতের' নয় বরং

'সাত্তার'। 'সাত্তার' সেই সত্তা, যার মাঝে সতর বা আবৃত করার যে বৈশিষ্ট্য আছে তার পুনরাবৃত্তি হয়। বারবার সেই বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। অর্থাৎ অতি মাত্রায় সাত্তারি বা ঢেকে রাখার বা আবৃত করার গুণ দেখা যায়। পৃথিবীর মানুষ কেবল 'সাতের' হতে পারে। অর্থাৎ কেউ যদি কারো পাপের খবর রাখে তাহলে হতে পারে যে, সে হয়তোবা বলে বেড়াবে না বা ঢেকে রাখবে। কিন্তু কারো মাথা বা মন-মস্তিষ্ক থেকে কারো পাপের যে জ্ঞান রয়েছে, সেটি বের করতে পারবে না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা যেহেতু সকল গুণের আধার বা সমাহার, তাই তিনি তার এই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেন, আমি 'সাতের' নই বরং আমি 'সাত্তার'। অর্থাৎ আমি বান্দার পাপ শুধু ক্ষমাই করি না বরং আমি মানুষের মন-মস্তিষ্ক থেকে পাপের যে স্মৃতি রয়েছে তা মুছে দেই। এমনকি তাদের স্মরণও থাকে না যে, অমুক ব্যক্তি অমুক পাপ করেছিল। যদি খোদা তা'লা 'সাত্তার' না হতেন, তাহলে জান্নাতেও পাপীদের কোন শান্তি বা নিরাপত্তা থাকত না। সে প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি তাকিয়ে বলত, এ আমার পাপের সংবাদ জানে।

অতএব, আল্লাহ্ তা'লা সাত্তার। তিনি বলেন, আমি কেবল মানুষের পাপ ক্ষমাই করি না, বরং মানুষের স্মৃতিশক্তির উপরও পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখি। আর এভাবে আল্লাহ্ তা'লা যখন সাত্তারী করতে চান বা ঢেকে রাখতে চান, তখন অন্যের পাপের কথা মানুষের মনেই থাকে না। আর আল্লাহ্ তা'লা যার পাপ-পঙ্কিলতা ঢেকে রাখতে চান, তাকে মানুষ সবসময় পুণ্যবান, পবিত্র এবং পরিশুদ্ধ মনে করে। কাজেই আমাদের খোদা 'সাত্তারুল উয়ূব' এবং 'গাফ্ফারুয্ যুনূব' অর্থাৎ তিনি দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখেন আর পাপ-পঙ্কিলতা ক্ষমা করেন। তিনি শুধু ক্ষমাশীলই নন, বরং আমাদের হারিয়ে যাওয়া সম্মানও পুনর্বহাল করেন, আর এই পৃথিবীতে সম্মান পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। **(খুতবাতে মাহমুদ, ১৮তম খণ্ড, পৃ. ৫১৩-৫১৫)**

অতএব, আমাদের খোদা যেখানে এত প্রিয়, সেখানে আমাদের কত ত্যাগ স্বীকার করে তাঁর পানে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন? কতটা তাঁর দাসত্ব করা বা বান্দা হওয়া প্রয়োজন? কাজেই, আশিসমণ্ডিত এই মাসে এই 'সাত্তারুল উয়ূব' এবং 'গাফ্ফারুয্ যুনূব' খোদার প্রতি ছুটে যাওয়া প্রয়োজন এবং তাঁর সমীপে সমর্পণ বা বিনত হওয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা করা প্রয়োজন। প্রতিটি মোড়ে দাঁড়িয়ে শয়তান আমাদেরকে স্বীয় প্রলোভনের ফাঁদে ফেলার চেষ্টায় রত কিন্তু আমাদেরকে এর মোকাবিলা এবং খোদার আশ্রয় লাভের চেষ্টা করে শয়তানের প্রতিটি আক্রমণ থেকে বাঁচতে হবে এবং তাকে ব্যর্থ করতে হবে আর নিজেদেরকে খোদার প্রকৃত বান্দায় পরিণত করতে হবে। তবেই আমরা সত্যিকার অর্থে রমযান থেকে কল্যাণমণ্ডিত হতে পারব। আর যেমনটি আমি বলেছি, এর ফলে যেখানে আমরা ব্যক্তিগতভাবে উপকৃত হব, সেখানে সমষ্টিগত বা জামা'তী ফলফলাদিও আমরা লাভ করব। জামা'তের সভ্য এবং সদস্যদের সংশোধন, তাদের নেকী বা পুণ্য এবং খোদা-ভীতিই জামা'তের উন্নতিতে পর্যবসিত হয়। আমরা যত বেশি খোদার নৈকট্য অর্জনকারী হব ততটাই খোদার কৃপাধন্য

হয়ে জামা'তী উন্নতির ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হব। আমরা একথাও জানি, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, **আমার উন্নতি এবং বিজয় হবে দোয়ার মাধ্যমে।** **(মলফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৫৮)**

অতএব, জামা'তী উন্নতি যাচনা করে খোদার চরণে আমাদের অনেক বেশি সমর্পিত থাকা উচিত, আর এই দোয়ার দিনগুলোতে এজন্যও অনেক বেশি দোয়া করা উচিত। আমরা কেবল আমাদের ব্যক্তিসত্তা বা নিকটাত্মীয় পর্যন্তই যেন আমাদের দোয়াকে সীমাবদ্ধ না রাখি, বরং এর গণ্ডিকে অনেক বিস্তৃত করা উচিত। তবেই আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'তভুক্ত হওয়ার সুবাদে অর্পিত দায়িত্ব সত্যিকার অর্থে পালন করতে সক্ষম হব এবং খোদা তা'লার সেই অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশে সক্ষম হব, যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'তভুক্ত করার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রতি করেছেন। এই জামা'তভুক্ত হয়েই আমাদের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় নি। আমি আহমদী হয়ে গেছি, বয়আত করেছি, এটিই যথেষ্ঠ নয়। বরং আমাদের স্কন্ধে আল্লাহ্ তা'লা অনেক বড় দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। আর এই দায়িত্ব পালনের জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) দোয়ার প্রতি জামা'তের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, যেন আমরা জামা'তের উন্নতির পথে সহায়ক এবং সাহায্যকারী হতে পারি। আমরা দুর্বল, আমরা অযোগ্য, আমরা আমাদের ভুল-ভ্রান্তি স্বীকার করি, নিজেদের অযোগ্যতার কথাও স্বীকার করি, কিন্তু এ সবকিছু সত্ত্বেও আমরা সেই জাতি, যাদের উপর আল্লাহ্ তা'লা এক মহান উদ্দেশ্য সাধনের দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন। আর খোদার কৃপাধন্য হওয়া ছাড়া সেই দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়। তাই দোয়ার প্রতি আমাদের সমধিক দৃষ্টি দেয়া আবশ্যক।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এক জায়গায় এ বিষয়টি খুবই চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন বা বুঝিয়েছেন, আমরা যদি সত্যিই দুর্বল ও শক্তিহীন হয়ে থাকি, আর যে দায়িত্ব আমাদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে, তা যদি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন হয়ে থাকে, তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায়, এমন কাজ আমাদের হাতে কীভাবে সাধিত হতে পারে? এক দিকে এই কার্যসিদ্ধি, অর্থাৎ এই কাজ করা অনেক বড় শক্তির দাবি রাখে, পক্ষান্তরে আমরা দুর্বল ও অক্ষম। তাই দু'টো কথার মাঝে একটি আমাদের স্বীকার করতেই হবে। হয় আমাদের একথা মানতে হবে যে, আমাদের এই দু'টি দাবির মাঝে একটি দাবি ভুল, অর্থাৎ হয় আমাদের দুর্বলতার দাবি ভুল, আমরা ততটা দুর্বল নই অথবা কাজ কঠিন হওয়ার দাবি ভুল। আর এই উভয়টি যদি সঠিক হয়, তাহলে স্বীকার করতে হবে যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের চেষ্টার ঊর্ধ্বেও কোন উপায় নির্ধারণ করেছেন।

এটি খোদার বাণী এবং তাঁরই প্রতিশ্রুতি যে, আমাদের কাঁধে যে দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে, সে কাজ অবশ্যই সাধিত হবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যেই উদ্দেশ্যে এসেছেন, সেই উদ্দেশ্য আল্লাহ্ তা'লা অবশ্যই বাস্তবায়ন করবেন বা করাবেন। ভূপৃষ্ঠে ইসলাম এবং আহমদীয়াতের বিজয় অবধারিত, ইনশাআল্লাহ্। এতে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু এটি অর্জন বা লাভের জন্য খোদা তা'লা আমাদেরকে দোয়ার রীতি শিখিয়েছেন, অর্থাৎ দোয়া কর, হে আল্লাহ্! আমাদের হাতে বা আমাদের

প্রচেষ্টায় এই উদ্দেশ্য সাধন হতে পারে না। আমরা দুর্বল, আমরা অক্ষম, কিন্তু কাজ অনেক বড়, শুধু আমাদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় এই কাজ সমাধা হতে পারে না। অবশ্য তোমার নির্দেশের অধীনে আমরা সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত। কিন্তু তুমিও স্বীয় অনুগ্রহে সেই সুপ্ত মাধ্যমগুলো প্রকাশ কর এবং আমাদের সাহায্যে নিয়োজিত কর যা তুমি এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারণ করেছ যেন এই অসম্ভব কাজ সম্ভব হয়ে যায়। বাস্তবতাও এটিই, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে কেবল বাহ্যিক হাতিয়ার বা মাধ্যম বানিয়েছেন। নতুবা প্রকৃত হাতিয়ার যা পৃথিবীকে জয় করবে, তা ভিন্ন কোন জিনিস বা অন্য কোন বিষয়। কিন্তু এসব বিজয় লাভের জন্য আমাদের হৃদয়ে অবশ্যই এক গভীর বেদনা থাকা আবশ্যক। আর সেই বেদনা দোয়া হয়ে আমাদের হৃদয় থেকে উদ্ভূত হওয়া উচিত।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) একটি উদাহরণ দিয়েছেন যে, আমাদের দৃষ্টান্ত তেমনই, যেভাবে হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) বদরের দিন কঙ্কর উঠিয়ে নিক্ষেপ করেছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ (সুরা আল্ আনফাল: ১৮) তোমার কঙ্কর নিক্ষেপ করা, তোমার নিক্ষেপ করা ছিল না, বরং সেটি খোদার কঙ্কর নিক্ষেপ করা ছিল। তোমার নিক্ষিপ্ত কঙ্কর কিছু দূর গিয়ে মাটিতে পড়ে যেত, কিন্তু এটি তুমি নিক্ষেপ কর নি বরং আমরা নিক্ষেপ করেছি। একদিকে কঙ্কর নিক্ষেপ করার জন্য তিনি (সা.)-এর হাত সক্রিয় হয়, আর অপর দিকে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমরা ঝড়োবায়ু প্রবাহিত করেছি আর এ কারণে সেই ঝড়োবায়ু কোটি কোটি, বরং শত কোটি কঙ্কর উঠিয়ে কাফিরদের চোখে নিক্ষেপ করে। যার ফলে তাদের চোখ বন্ধ হয়ে যায় এবং তারা আক্রমণে ব্যর্থ হয়। বস্তুতঃ সেই মুষ্টিভর কঙ্করের পিছনে সত্যিকার শক্তি ছিল খোদা তা'লার কুদরত বা শক্তি। অতএব, আমাদের অবস্থানও বদরের সেই কঙ্করের মতোই, যা মহানবী (সা.) নিজ হাতের মুষ্টিতে নিয়ে কাফিরদের লক্ষ্য করে ছুড়ে মেরেছিলেন। কাফিরদেরকে সেই কঙ্কর অন্ধ করে নি, যা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) নিক্ষেপ করেছিলেন, বরং সেই কঙ্কর তাদেরকে অন্ধ করে দিয়েছিল, যা আল্লাহ্ তা'লা ঝড়োবায়ুর মাধ্যমে নিক্ষেপ করেছিলেন।

তাই আমাদেরকে স্বীকার করতে হবে, আমাদের বাইরেও কোন শক্তি আছে, যা এই মহান কাজ করবে, এবং এর সর্বোত্তম ফলাফল প্রকাশ করবে। আর আমাদের স্বীকার করতে হবে, এই সর্বোত্তম ফলাফলের জন্য অন্য কোন উপকরণ সৃষ্টি করা হয়েছে যা ইসলামকে অন্য সব ধর্মের উপর জয়যুক্ত করবে। সেই হাতিয়ার এবং সেই অস্ত্র, যার মাধ্যমে ইসলামকে ভূপৃষ্ঠে জয়যুক্ত করা যেতে পারে তা হল, বান্দার সেই দোয়া যা খোদার কৃপারাজিকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করে। আর খোদা তা'লার কৃপায়ই এই অসম্ভব কাজ সম্ভব হয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যেভাবে বলেছেন, **এর উপরই আমাদের সফলতা নির্ভরশীল।**

অতএব, দোয়ার এই দিনগুলো, যা খোদা তা'লা আমাদের উপহার দিয়েছেন, এই দিনগুলোতে সবসময় আমাদের এ কথা স্মরণ রাখতে হবে এবং যথাবিহিত সচেতনতার সাথে এই দোয়া করা উচিত, তিনি যেন অচিরেই ইসলাম ও আহমদীয়াতের বিজয়ের বিধান করেন। চলুন আমরা মহানবী (সা.)-এর মুষ্টির সেই কঙ্কর হয়ে যাই, যার সাহায্যের জন্য আল্লাহ্ তা'লা কোটি কোটি কঙ্করের ঝড়োবায়ু প্রবাহিত করেছিলেন, আর কাফিরদেরকে পরাজয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের দুর্বলতা দূরীভূত করে আমাদের ভুল-ভ্রান্তি এবং ত্রুটি-বিচ্যুতিকে উপেক্ষা করুন, আর স্বীয় অনুগ্রহে এমন উপকরণ সৃষ্টি করুন যেন আমরা আমাদের লক্ষ্য অর্জন করতে পারি। আর আমাদের দুর্বলতা এবং ভুল-ভ্রান্তি ও ঔদাসীন্যের কারণে খোদা তা'লার প্রতাপ যেন সুপ্ত না থাকে। আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও ভুল-ভ্রান্তি যেন শত্রুকে আনন্দ-উল্লাসের সুযোগ না দেয়। বরং খোদা তা'লা নিজ অনুগ্রহে স্বীয় প্রতাপ এবং সম্মান প্রকাশের জন্য আমাদের দুর্বল হাতে সেই শক্তি সৃষ্টি করুন যা এই কার্যসিদ্ধির জন্য অপরিহার্য। **(খুতবাতে মাহমুদ, ১৮তম খণ্ড, পৃ. ৫০৯-৫১১)**

অতএব, এ দিনগুলোতে অনেক বেশি দোয়া করুন। নিজের জন্যও, পরস্পরের জন্যও, জামা'তের উন্নতির জন্যও, আর শত্রুর ব্যর্থতার জন্যও। খোদা তা'লার প্রতাপ এবং খোদার মহিমা বিকাশের জন্যও দোয়া করুন। এই পৃথিবী খোদা তা'লার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে চলেছে। আল্লাহ্ তা'লা করুন, তারা যেন খোদাকে চিনতে পারে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের ভুল-ভ্রান্তি এবং দুর্বলতা ক্ষমা করুন, আর আমাদের মাঝে এমন শক্তি সৃষ্টি করুন, যে শক্তিকে কাজে লাগিয়ে আমরা ইসলামকে পৃথিবীর সব ধর্মের উপর জয়যুক্ত করতে পারব। আর আমাদের প্রত্যেকেই যেন ইসলামের সত্যিকার সেবকে পরিণত হয়। জাগতিক কামনা-বাসনা যেন আমাদের দৃষ্টিতে তুচ্ছ হয়ে যায়। আমাদের হৃদয় যেন এই প্রেরণায় সমৃদ্ধ থাকে যে, ধর্মের নামকে সমুন্নত করার জন্য আমরা আমাদের সকল শক্তি এবং সামর্থ্যকে কাজে লাগাব। খোদা তা'লা আমাদের কর্ম এবং আমাদের সামর্থ্যে এতটা দৃঢ়তা ও শক্তি সঞ্চার করুন যে, শত্রুর শক্তি-সামর্থ্য এবং দৃঢ়তা যেন আমাদের সামনে তুচ্ছ ও হেয় প্রমাণিত হয়। আল্লাহ্ তা'লা কেবল আমাদের পাপ ক্ষমাই নয়, বরং পাপের প্রতি আমাদের হৃদয়ে এমন ঘৃণা সৃষ্টি করুন, যেন আমরা কখনো খোদার নির্দেশ লঙ্ঘনকারী না হই। আমরা যেন তাদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারি যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, তোমরা আমার নির্দেশ মেনে চল এবং ঈমানকে উৎকর্ষ পর্যায়ে পৌঁছাও। সকল পুণ্য এবং কল্যাণের প্রতি যেন আমাদের হৃদয়ে ভালোবাসা সৃষ্টি হয়, তাকওয়া যেন আমাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়, আর খোদার ভালোবাসা এবং খোদাপ্রেম যেন আমাদের খোরাক হয়ে যায়। আমাদের প্রতিটি কর্ম এবং আমাদের প্রতিটি কথা ও কাজ যেন খোদার সন্তুষ্টির অধীনস্ত হয়, আর আমরা যখন তাঁর দরবারে উপস্থিত হই, তখন তিনি যেন আমাদেরকে স্বীয় সন্তুষ্টিনামা প্রদান করেন। আল্লাহ্ তা'লা করুন, এই রমযান যেন আমাদেরকে সত্যিকার অর্থেই এ সবকিছু অর্জনে ধন্য করে। (আমীন)

(সূত্রঃ আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১০-১৬ জুলাই, ২০১৫, ২২তম খণ্ড, ২৮তম সংখ্যা, পৃ. ৫-৮)
কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনূদিত।